প্রেসিডেন্সি কলেজ

বাংলা বিভাগ

নির্বাচনী পরীক্ষা--২০০৭

পূর্ণ মান-- ১০০ সময় -- ২ ঘন্টা

১। যে কোন একটি প্রবন্ধ লেখো (শব্দসংখ্যা অনধিক ৪০০)-- ২৫

ক) আমি যদি জন্ম নিতেম পুরাণকথার কালে ।

খ) সব যুদ্ধ থেমে যাবে একদিন ।

গ) 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি '।

ঘ) বাংলা কিশোর সাহিত্য : সেকাল একাল ।

ঙ) আমার চেতনার রঙে রবীন্দ্রনাথের একটি চরিত্র ।

২। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও -- ১৫

ক) ভাব-সম্প্রসারণ করো (শব্দসংখ্যা অনধিক ১৫০) --

''জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রহে না;
শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শূন্যতায়
কালবিহঙ্গম উড়ে যায়
অবিশ্রান্ত গতি।''

খ) সারসংক্ষেপ লেখো --

''মানুষ পরভাষায় প্রায় যে কোনো কাজই চালাতে পারে, পারে না শুধু কাব্য, নাটক, উপন্যাস লিখতে, সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করতে। কেন পারে না ? যেহেতু সাহিত্য যেখানে সৃষ্টিশীল সেখানে মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা সক্রিয় হ'য়ে ওঠে - শুধু তার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বোধ ও হৃদয়বৃত্তি নয়, তার নির্জ্ঞান মন, তার আত্মায় অধিষ্ঠিত নরক ও স্বর্গ, তার পূর্বপুরুষের ধূসর স্মৃতিপুঞ্জ। স্পষ্ট দিবালোকে যুক্তিনির্ভর জীব ও প্রজা হিশেবে যা কিছু কর্ম আমরা করে থাকি - সন্তানপালন, রাষ্ট্রচালনা, শিক্ষাদান, বিচার-বিতরণ, তার বিধিবদ্ধতার খাপে-খাপে প্রায় যে কোন ভাষাকেই মানিয়ে নেয়া যায়, এবং সুবিধে বুঝে একটা ফেলে আর একটাকে গ্রহণ করলেও আপত্তি ওঠে না, যদি মানবিক ভাষার বদলে চিহ্ন ব্যবহার করলে সুবিধে হয়, নিশ্চয়ই তাই করতে হবে। উদ্দেশ্য যেখানে সুনির্দিষ্ট, যেখানে আমরা জ্ঞান দিতে চাই, কিছু প্রমাণ করতে চাই, চাই বিরোধী মতকে পরাস্ত করতে অথবা দেশপ্রেমের মতো কোনো সমষ্টিগত আবেগ জাগাতে, সেখানে ভাষা জিনিশটাকে নেহাৎই একটা উপায় হিশেবে স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য একটা জীবন আছে মানুষের, তা না-থাকলে সে পূর্ণ হ'তো না। সে জীবন গোধূলির, আধো অন্ধকারের স্বপ্নের। এই বিজ্ঞানপোষিত বিশ শতকেও স্বপ্নে আমরা ছেলেমানুষ বা আদিম মানুষে রূপান্তরিত হই। সেখানে আমাদের দিনের আলোর সব শিক্ষা ধ্ব'সে পড়ে। ত্রাস, আশা, উদ্যম কোন যুক্তি মানে না - স্বল্পালোকিত সুড়ঙ্গের মধ্যে হাৎড়ে-হাৎড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয় আমাদের। সেই অচিন্তিত চলার কোনো চিহ্ন যদি খুঁজে পাই আমরা, সে-চিহ্ন একটিমাত্র উপায়ে বিধৃত হতে পারে ; তা মাতৃভাষা । ''

৩। ক) অশুদ্ধ থাকলে শুদ্ধ করো -- ৫

শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত, কল্যাণীয়াসু, আকাংখা ,দৈন্যতা, শারিরিক।

খ) চলিত গদ্যে রূপান্তরিত করো। ৫

অধুনা ভূম্যধিকারিগণ প্রজার নিকট ভূ-কর ব্যতীত অন্য যে সকল কর লইয়া থাকেন, যবনাধিকারে ভূম্যধিকারীরা তদতিরিক্ত অনেক প্রকার কর লইতেন। তৈলকার, কুম্ভকার, কর্মকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, গোঁড়ার, গোপ, ক্ষুরী, রজক, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ স্ব স্ব ব্যবসায়ের জন্য ভূম্যধিকারীকে কিছু কিছু কর দিত। ভূ-করের ন্যায় এ সকল করও জমা-ওয়াসিল-বাকী ভুক্ত হইত।

৪। যে কোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৫+৫+৫=১৫

ক) অর্থ লেখো:- করন্ড, সপ্তচত্বারিংশৎ, আশীবিষ, কলাপ, খদ্যোৎ ।

খ)বাংলা পরিভাষা লেখো--**Habeas corpus, Graphic art, Cargo ship, Egocentric, Defence Ministry.**

গ) 'আকাশ' শব্দের পাঁচটি প্রতিশব্দ লেখ --

ঘ) ছন্দোলিপি প্রস্তুত করো:-

''মাথার উপর ডাকলো পেঁচা চমকে উঠি আরে
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে ।''

৫। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :- যে কোন ৩টি ৫+৫+৫=১৫

চন্দ্রাবতী পালা, দেশে বিদেশে , আরোগ্য নিকেতন , ফিরে এসো চাকা, পদীপিসীর বর্মীবাক্স, হাজারচুরাশির মা, ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই ,টিনের তলোয়ার ।

৬। এক কথায় উত্তর দাও (যে কোন ১০টি)-- ২০

ক) নেপালের রাজদরবার থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত তিনটি প্রাচীন পুঁথির নাম করো ।

খ) 'গুণরাজ খান' উপাধিটি কোন্ কবি কার কাছ থেকে পান ?

গ) বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী কারা ?

ঘ) দৌলৎ কাজীর রচিত কাব্যের নাম ও রচনা-উৎস নির্দেশ করো ।

ঙ) বাংলা গদ্যের ধারায় আলালি ও হুতোমি ভাষারীতির জনক কারা ?

চ) বীরবল কার ছদ্মনাম ? তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম লেখো ।

ছ) চতুর্দশপদী কবিতা কী ? বাংলা সাহিত্যে কে প্রথম এই কবিতা লেখেন ?

জ) 'পালামৌ' কী জাতীয় রচনা ? বাংলা সাহিত্য থেকে এই জাতীয় আর একটি গ্রন্থের নাম লেখো ।

ঝ) 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর '--পঙক্তিটি কার রচনা ? এই লেখকের একটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম লেখ ।

ঞ) ঘনাদা ও টেনিদা চরিত্রের স্রষ্টা কারা ?

ট) পূর্ববঙ্গের উপভাষাটির নাম কী ? এই উপভাষার একটি বিশেষ লক্ষণ উল্লেখ করো ।